ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

†kô Kgm¤úv`bv ci¯‹vi-2011 G fwlZ

মোঃ আসাদুজ্জামান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১১ এ ভূষিত হয়েছেন মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ আসাদুজ্জামান।

মোঃ আসাদুজ্জামান ১৯৬৩ সালের ৫ জুন নাটোরের লালপুর উপজেলার আরবাব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত দবির উদ্দিন মোল-া ও মৃত আতিমন বেগমের কনিষ্ঠ সন্ড়ান তিনি। ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিভাগে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০২ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপে-ামা ইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএম) প্রোগ্রাম শেষ করেন।

তিনি এমার্জেন্সী ওয়াশ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, আর্সেনিক কন্টামিনেশন অব গ্রাউন্ড ওয়াটার এন্ড মিটিগেশন এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে রিজিওনাল লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কসপসহ ৩০টিরও বেশি জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৮৯ সালে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে কর্মজীবন শুর" করেন। ১৯৯২ সালে একই প্রকল্পে ফিল্ড অফিসার হিসেবে নিয়োজিত হন। এরপরই ১৯৯৪ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে তাঁর পদযাত্রা শুর" হয় এবং আজ পর্যন্ড় এই যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এই সালে শিক্ষা কর্মসূচির এএমইডি প্রকল্পে যোগদান করেন। পাশাপাশি এইচআইভি/এইড্স প্রিভেনশন এন্ড ড্রাগ ডিমান্ড রিডাকশন এন্ড হেল্থ প্রোগ্রাম এবং ইউকে'র কিরবাই লাইয়াং ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত ওয়াটার সাপ-াই স্যানিটেশন এন্ড এনভাইরোনমেন্ট (এপিওএস) প্রোগ্রামে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে একই প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর ডিপিএইচই-ড্যানিডা ওয়াটার সাপ-াই এন্ড স্যানিটেশন ইন কোস্টাল বেল্ট প্রকল্পে রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেন। ২০০৬ সালে সৌহার্দ্য প্রকল্পের প্রোজেক্ট ম্যানেজার এবং একই বছর শেওয়া-বি এবং র"রাল পাইপড্ ওয়াটার সাপ-াই স্কিমে কাজ করেন। ২০০৮ সালে ডিপিএইচই-ড্যানিডা ওয়াটার সাপ-াই এন্ড স্যানিটেশন ইন কোস্টাল বেল্ট প্রকল্পে (২য় ফেজ) প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেন এবং ২০১০ সালে প্রোজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন ফুড সিকিউরিটি প্রোজেক্টে। ২০১১ সালে এপ্রিল মাসে সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি) হিসেবে পদোন্নতি পান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পভিত্তিক নানা কার্যক্রমে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি কাজ করেছেন। যে প্রকল্পে থেকেছেন, সেই প্রকল্পে তাঁর অবস্থান থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বগুলো অত্যন্ড় নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। মিশন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। আর এই সেতুবন্ধন পরবর্তীদের পথচলায় পথের দিশা হয়ে থাকবে।

আপন প্রতিভায় কর্মক্ষেত্রে একজন উজ্জ্বল মানুষ হলেন মোঃ আসাদুজ্জামান। ১৯৯৪ সাল থেকে মিশন পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছেন। দক্ষ-সংগঠক ও সমন্বয়কারী হিসেবে, বিশেষ করে নেতৃত্ব প্রদানে অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার তিনি।

১৯৯৪ সালে মোঃ আসাদুজ্জামান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর পদে যোগদান করেন। কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ, সহকর্মীদের প্রতি সহযোগী মনোভাব, কর্ম-বৈচিত্র্যতা আনয়নে সৃষ্টিশীলতা, দরিদ্র ও হত-দরিদ্র মানুষের মাঝে নিরলসভাবে কাজ করার স্পৃহা, সংস্থার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে কার্যক্রম, টিমলিডার হিসেবে দক্ষতার পরিচয় প্রদান, নিজ সেক্টরে কার্যক্রমকে স্পষ্টকরণ, কাজের সমন্বয় ও কারিগরি সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মিশনের উন্নয়নে অনন্য অবদানের জন্য তাকে শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১১ এ ভূষিত করা হচ্ছে।